দামুড়হুদায় লকডাউনের বাস্তবায়নের প্রশাসন কঠোর ভূমিকায়

দামুড়হুদায় চলমান লকডাউন বাস্তবায়নের ৬ষ্ঠ দিনেও চেঁখে পড়ার ছিলো উপজেলা প্রশাসনের ভূমিকা।

বুধবার বিজিবি’র সমন্বয়ে দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর, লোকনাথপুর, রঘুনাথপুর, সুবলপুর দর্শনা, জিরাট,পারকৃষ্টপুর – মদনায় লকডাউন বাস্তবায়ন তদারকি ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন দামুড়হুদা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সুদীপ্ত কুমার সিংহ। এসময় অর্থদন্ড,আটকাদেশ, দোকান সিলগালা,বালুবহনের ট্রাক্টরসহ মালিকানাবিহীন মোটরসাইকেল জব্দ করার আদেশ দেন মোবাইল কোর্টের বিচারক।

মোবাইল কোর্ট সুত্রে জানা যায়, দিবব্যাপী মোবাইল কোর্ট পরিচালনা কালে দেখা যায়, লকডাউনে বাস্তবায়নে সরকারি বিধিনিষেধ অমান্য করে মাস্ক না পরা, দোকান খুলে রাখা, চায়ের দোকানে আড্ডা দেওয়া, বিনা প্রয়োজনে বাহিরে ঘুরে বেড়ানো সহ বিভিন্ন অপরাধে অর্থদন্ড প্রদান করা হয় হয়েছে।

এসময় উপজেলার জয়রামপুর ও রঘুনাথপুরে ইলেকট্রনিকস দোকান খোলা রাখায় ২টি দোকান সিলগালা করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কাজবিহীন বের হওয়ায় ৫টি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়। পরবর্তীতে জব্দ করা মোটরসাইকেল গুলোকে তাদের পিতামাতার হেফাজতে দেওয়া হয় । এসময় ৪ জনকে ২ ঘন্টার আটকাদেশ দেওয়া হয়। এছাড়াও দর্শনা জিরাটে একটি বালুটানা ট্রাক্টর জব্দ করে অর্থদন্ড প্রদান করা হয়েছে।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় এসকল বিভিন্ন অপরাধে দন্ডবিধি, ১৮৬০ এর ২৬৯,সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ৬৬ ধারায় ১০ টি মামলায় ১৯ জনকে ১২হাজার ৫’শ টাকা অর্থ দন্ড আদায় করেন মোবাইল কোর্টের বিচারক দামুড়হুদা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সুদীপ্ত কুমার সিংহ

করোনা মহামারীর যুদ্ধ জয় করতে মাস্ক ব্যবহারের বিকল্প নেই-গোলাম রসুল

করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ডওয়াশ ও সাবান বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার বিকেলে মেহেরপুর জেলার যাদবপুর মোড় থেকে শুরু করে রাজাপুর, রাধাকান্তপুর, শালিকা, বাড়িবাঁকা ও গোভীপুর এলাকায় স্থানীয় ও পথচারী বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের মাঝে মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ডওয়াশ ও সাবান বিতরণ করা হয়। মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসূল উপস্থিত থেকে এসকল সামগ্রী বিতরণ করেন। এসময় তিনি বলেন,

বিশ্বের প্রতিটি দেশের মতোই বাংলাদেশও দিন দিন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এই জন্যই আমরা প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সাবান ইত্যাদি সামগ্রী দিচ্ছি। আগামী ৭ তারিখ থেকে আপনাদের ইউনিয়ন পরিষদে শুধু আইডি কার্ডের ফটোকপির মাধ্যমে, যাদের বয়স ১৮ বছরের উপরে তাদের সকলকে আমারা ভ্যাকসিন দেবো। সকলেই ভ্যাকসিন নেবেন, সামাজিক দূরত্ব মেনে চলবেন এবং ঘরের বাইরে বের হওয়ার সময় মাস্ক পরিধান করবেন।

তিনি আরও বলেন, এই করোনা মহামারীর যুদ্ধ জয় করার জন্য বাড়ির বাইরে পা দিলেই মাস্ক ব্যবহার করা জরুরি। করোনা মোকাবিলায় মাস্কের বিকল্প নেই। মাস্ক ছাড়া বাইরে বের হলে করোনায় সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে বেড়ে যায়। কখনোই মাস্ক নিয়ে আসতে ভুলবেন না, ঘর থেকে বের হওয়া মানেই মুখে মাস্ক। এসময় মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রধান সহকারী জিল্লুর রহমান এবং মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের সহকারী শাহীন ইকবাল উপস্থিত ছিলেন।

জীবননগরে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধ সংক্রান্ত সভায় এমপি টগর

সারা দেশের ন্যায় জীবননগর উপজেলায় করোনা ভাইরাস (কোভিট-১৯)এর সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার কতৃক ঘোষিত লকডাউন বাস্তবায়নের লক্ষে এ জরুরি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকাল ১১টার সময় জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা হলরুমে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে জীবননগর উপজেলায় করোনা ভাইরাস (কোভিট-১৯)এর সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার কতৃক ঘোষিত লকডাউন বাস্তবায়নের লক্ষে বিভিন্ন ধরনের দিক নির্দেশনামুলক আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা-২আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর।

এ সময় তিনি বলেন,লকডাউন বাস্তবায়নে সরকারি ভাবে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তা সকলকে মানতে হবে।এবং সাধারন মানুষকে মানাতে হবে এর জন্য যা যা করার দরকার সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।আমাদের সকলকে একত্রিত হয়ে নিজ নিজ দায়িত্বে মানুষকে সচেতন করতে হবে।বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কাউকে শহরে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না,এক এলাকা থেকে অন্য এলাকাতে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

ভ্যান,ইজিবাইক,সিএনজি চলাচল বন্ধ করতে হবে।প্রয়োজনে তাদের সরকারি ভাবে সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে।অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহেশপুর -৫৮বিজিবির অধিনায়ক লে.কর্ণেল কামরুল আহসান,জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান,জীবননগর থানা আওয়ামীলীগের সভাপতি গোলাম মোর্তুজা,সাধারন সম্পাদক নজরুল ইসলাম,জীবননগর পৌর মেয়র রফিকুল ইসলাম,জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলাম,জীবননগর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবু মোঃ আঃ লতিফ অমল,উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান

আয়েসা সুলতানা লাকী,মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খান,উথলী ইউপি চেয়ারম্যান আবুল কালাম আযাদ,হাসাদহ ইউপি চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম বিশ্বাস,জীবননগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম আর বাবু,জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সভাপতি জাহিদ বাবু প্রমুখ।

গাংনীতে বেড়েছে স্টেরয়েডের ব্যবহার

মেহেরপুরের গাংনীর কুঞ্জনগরের রিজাবুল হকের ছেলে সাহিবুল। দিন পনের আগে হঠাৎ জ¦র ও কাশি দেখা দেয় তার। হেমায়েতপুর বাজারের গ্রাম্য চিকিৎসক সামশুল হকের কাছে আসলে তিনি স্টেরয়েড ব্যবস্থাপত্র দেন। শারিরীক কোন পরিবর্তন না হলে তাকে দ্রুত কুষ্টিয়া ও পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়। ৫ দিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সাহিবুল।

এদিকে বাথান পাড়া গ্রামের বিল্লালের স্ত্রী কুলসুম ঠান্ডা জ¦রে আক্রান্ত হলে রায়পুর বাজারের একটি ফার্মেসী থেকে স্টেরয়েড ওষুধ কিনে এবং সেই সাথে দুটি ইঞ্জেকশন পুশ করেন। কোন পরীক্ষা ছাড়াই রোগীকে এ ধরণের চিকিৎসা দেয়া হয়। এতে জ¦র কিছুটা নিরাময় হলেও শারিরীক না সমস্যা দেখা দেখা দিলে তাকে গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে, পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন স্টেরয়েড ব্যবহারের ফলে সাহেবুলের মৃত্যু ঘটেছে ও কুলসুমের অবস্থা গুরুতর। কুলসুম বেঁচে গেলেও সুস্থ হতে অন্ততঃ ছয় মাস সময় লাগবে।

শুধু সাহিবুল কিংবা কুলসুম নয়, গ্রামাঞ্চলের রোগী সাধারণ প্রতিনিয়ত এমনি অপচিকিৎসার শিকার হচ্ছেন। অপরদিকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কয়েকজন সেকমো এমন অপচিকিৎসা প্রদান করেন। এতে একজনের মৃত্যুর খবরও পাওয়া গেছে। বালিয়াঘাট গ্রামের কাজি সোহেল রানা জানান, গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য গোলাম মর্তুজা জ¦র ও সর্দিকাশিতে আক্রান্ত হলে গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সেকমো মকলেছুর রহমানের শরণাপন্ন হলে তিনি স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ সেবনের

পরামর্শ দেন। সেবনের কয়েকদিন পর মর্তুজার অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে করোনা পজিটিভ হয় মর্তুজার। প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পরেও অবস্থার পরিবর্তন না হলে তার মৃত্যু ঘটে। প্রশাসনিক কোন পদক্ষেপ না থাকায় এমন অপচিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন তারা। এমনি মন্তব্য করেছেন খোদ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা।

ঢাকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিিৎসক সজীব উদ্দীন স্বাধীন জানান, স্টেরয়েড একটি জীবন রক্ষাকারী জরুরি ড্রাগ, এই ড্রাগের বহুরকম ব্যবহার আছে এবং প্রতিটি রোগেই এই নির্ধারিত প্রটোকল আছে কত পরিমানে দিতে হবে, কতদিন দিতে হবে। কিন্তু অস্বাভাবিক মাত্রা কিংবা ফল্টি ডোজ শরীর স্টেরইড ব্যালেন্স নষ্ট করে দেয়, শরীর দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। ফলে বিভিন্ন জীবনঘাতি এটিপিক্যাল ইনফেকশন যেমন, নিউমোনিয়া ব্লাক ফাংগাস, সাইটোমেগালোর মত ইনফেকশনের কারন হতে পারে, এতে বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে মর্টালিটি বেড়ে যাবার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রাশেদুল হাসান শাওন জানান, গ্রামাঞ্চলেই শুধু নয় সবখানেই এই স্টেরয়েড ব্যবহার হচ্ছে যেটা স্বাস্থ্য ঝুঁকি। বিভিন্ন সময়ে গ্রাম্য চিকিৎসকদের নিয়ে সেমিনার সিম্পোজিয়াম করা হয়েছে। আবারো জরুরী পদক্ষেপ নেয়া হবে স্টেরয়েড যাতে ব্যবহার ও বিক্রি না করা হয়।

এ ব্যাপারে ড্রাগ সুপার কেএম মহসিন মাহবুব জানান, লোকবলের সংকটের কারণে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো ও পরিদর্শন করা সম্ভব হয় না। তবে অদ্য থেকে সকল ফার্মেসীর মালিকদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে।

গাংনীতে কীটনাশক স্প্রে মেশিন

বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে বিনা মূল্যে কীটনাশক স্প্রে মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। পাটবীজ উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট ২০ জন চাষিকে এই স্প্রে মেশিন প্রদান করা হয়।

বুধবার দুপুরে স্থানীয় সাহারবাটি চারচারা ক্লাব মোড়ে উপ-সহকারী পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা মেহেদী হাসান উপস্থিত থেকে বীনা মুল্যে এ স্প্রে মেশিন বিতরণ করেন।

চলতি মৌসূমে ৩৭ বিঘা জমিতে পাটবীজ উৎপাদন করছেন। ইতোপূর্বে চাষিদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উন্নত মানের পাট চাষ বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধশালী দেশ গড়ার ভূমিকা রাখবেন এ সকল চাষিরা। এমনই মন্তব্য করেছেন উপ-সহকারী পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা মেহেদী হাসান।

ঝিনাইদহে করোনা ও উপসর্গে ৭ জনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৭৬ জন

ঝিনাইদহে গত ২৪ ঘন্টায় করোনা ও উপসর্গ নিয়ে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৭৬ জন।
ঝিনাইদহের সিভিল সার্জন ডা. সেলিনা বেগম জানান, বুধবার সকালে ঝিনাইদহ ল্যাব থেকে ২’শ ৪৯ জনের নমুনার ফলাফল এসেছে। এদের মধ্যে ৭৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। এদের মধ্যে সদরে রয়েছে ২২ জন, শৈলকুপায় ১৮ হরিণাকুন্ডুতে ৭ জন, কালীগঞ্জে ৯ জন, কোটচাঁদপুরে ৮ ও মহেশপুরে রয়েছেন ১২ জন। আক্রান্তের হার ৩০ দশমিক ৫২ ভাগ। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাড়ালো ৭ হাজার ৩’শ ৪৩ জন। এছাড়াও গত ২৪ ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ৪ জন ও উপসর্গ নিয়ে বিভিন্ন উপজেলায় আরও ৩ জন মারা গেছেন, এপর্যন্ত জেলায় মোট মৃত্যু বরণ করেছে ১৮৯ জন। এ পর্যন্ত মোট সুস্থ হয়েছেন ৪হাজার

৪’শ ৬ জন।

ঝিনাইদহে করোনাকালে বাড়ছে বাল্য বিয়ে সামাজিক অবক্ষয়

ঝিনাইদহের এক দিনমজুরের মেয়ে মনিরা মাত্র ১৩ বছর বয়সে বসতে হয় বিয়ের পীড়িতে। অষ্টম শ্রেনীর ছাত্রী মনিরার বিয়ের পর দাম্পত্য কলহ শুরু হয়। এখন আর মনিরা স্বামীর কাছে যেতে চায় না। মনিরার পিতা জানান, দীর্ঘ সময় ধরে স্কুল বন্ধ। পাড়ার উঠতি বয়সের ছেলেরা ঝামেলা করে। মেয়েও ঠিক মতো পড়তে চায় না। তাই বাধ্য হয়ে মেয়ে বিয়ে দিতে হয়। এখন সে আর স্বামীর কাছে যেতে চায় না। একই ভাবে গোবিন্দুপর গ্রামের রমেচা খাতুন (ছদ্ম নাম) কে মাত্র ১৪ বছর বয়সে বসতে হয় বিয়ের পীড়িতে।

বিয়ের দিন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বংকিরা পুলিশ ফাড়ির সদস্যরা বর পক্ষকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। বিয়ে না করার শর্তে থানায় উভয় পক্ষ মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পায়। গোপনে তারা সেই মেয়েকেই আবার বিয়ে করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় মনিরা ও রমেচা খাতুনের মতো কিশোরীদের এখন ঠাঁই হচ্ছে স্বামীর ঘরে। যে বয়সে স্কুলের উন্মুক্ত মাঠে হৈ হুল্লোড় আর পড়ালেখা করে সময় কাটানোর কথা সেই বয়সে “সংসার” নামে এক অজানা পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে গিয়ে নিজেদের জীবন বিপন্ন করছে।

এমন এক কিশোরী হচ্ছে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গান্না মাঝেরপাড়া গ্রামের ইয়াসমিন। নিজ গ্রামের একই বয়সী ছেলে আশিকুল ইসলামের সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে করে ইয়াসমিন। বিয়ে মানতে নারাজ ছেলের পিতা জাহিদুল ইসলাম। প্রেমের বিয়ে মেনে নিতে না পারায় হতাশায়গ্রস্থ ইয়াসমিন বিষপানে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। সদরের গোবিন্দপুর ও হরিণাকুন্ডুর দারিয়াপুর গ্রামে অপ্রাপ্ত বয়সি ছাত্র ছাত্রীরা প্রেমের সম্পর্ক করে বাড়ি ছাড়া হয়।

বয়স না হওয়ায় স্থানীয় চেয়ারম্যানদের মাধ্যমে তারা বাড়ি ফিরে আসে। হরিণাকুন্ডুর ভাতুড়িয়া গ্রামের কলেজ পড়ুয়া যুবকের সঙ্গে একই

এলাকার দশম শ্রেনীর ছাত্রী পালিয়ে ঘর বেধেছে। মেয়ের বয়স কম হওয়ায় তাদের বিয়ে রেজিষ্ট্রি হয়নি। মেয়ের পক্ষ এখনো বিয়ে মেনে নিতে পারেনি। সদর উপজেলার সুরাট গ্রামের এক ভ্যান চালকের প্রেমে পড়ে কোটচাঁদপুরের এক স্কুল ছাত্রী ঘর ছাড়ে। একই ভাবে সাতক্ষিরা শহরের এক স্কুল ছাত্রী পালিয়ে এসে মিয়াকুন্ডু গ্রামে এসে ওঠে। এ ভাবে জেলার প্রায় প্রতিটি গ্রামে অসম প্রেম আর বাল্য বিয়ের হিড়িক পড়েছে। করোনাকালে অলস জীবন, মোবাইল ও ইন্টারনেট সুবিধার কারণে টিনএজারদের বিপথগামী করছে বলে অনেকে মনে করেন।

বিষয়টি নিয়ে ঝিনাইদহ সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক লক্ষি রানী জানান, তার স্কুলের দুইজন ছাত্রী বাল্য বিয়ের শিকার হয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তিনি বলেন দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার কারণে শুধু গ্রামেই নয়, শহরেও গোপনে গোপনে বাল্য বিয়ের খবর আসছে। তিনি বলেন করোনাকালীন সময়ে যৌথ পরিবারে বসবাস করতে গিয়ে অনকে সময় ঝগড়াঝাটি হচ্ছে। ঝিনাইদহ শহরের ব্যাপারীপাড়া, হামদহ ও আদর্শপাড়ার মহিলা ছাত্রাবাসের মালিকগন জানান, করোনা মহামারির কারণে তাদের মেসের প্রায় সব মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে।

এখন প্রতিটা মেসে নতুন নতুন মেয়ে আসছেন। গ্রামাঞ্চলে খুব গোপনীয়তার সঙ্গে বাল্য বিয়ে সম্পন্ন করনা হচ্ছে। প্রশাসন ও পুলিশ সক্রিয় থাকায় এক জেলা থেকে অন্যজেলায় নিয়ে বিয়ে হচ্ছে। ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মুন্সী ফিরোজা সুলতানা জানান, বাল্যবিয়ের হার কমাতে আমরা নিরলস ভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি সেই উদ্যোগও ছিল চোখে পড়ার মতো।

কিন্তু মহামারি করোনা আমাদের সে সাফল্য অর্জনের পথে বাঁধা হয়ে দাঁডড়িয়েছে। দীর্ঘদিন স্কুল-কলেজ বন্দ থাকায় একদিকে অল্পবয়সী ছেলেরা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কৃষি কাজের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করছে। তারা ২১ বছরের আগেই বিয়ে করে বসছে। অন্যদিকে প্রত্যন্ত অঞ্চলের অভিভাবকগণ হতাশ হয়ে পড়ছেন ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যত নিয়ে। অনলাইনে ক্লাস করারও সুযোগ পাচ্ছেনা এসব ছেলেমেয়েরা। সঙ্গত কারণেই তারা পড়াশোনায় অমনোযোগী হয়ে পড়ছে।

কেও কেও বইপত্রের সাথে একেবারেই সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলছে। এ সব অভিভাবকগণ তাদের দৃষ্টিতে ভাল পাত্র পেলেই অতি গোপনীয়তার সাথে কিশোরী মেয়েকে পাত্রস্থ করছেন। অল্পবয়সী এ সব মেয়ে স্বামীর

বাড়িতে শারীরিক ও মানসিকভাবে খাপ খাওয়াতে না পেরে সংসার বিমুখ হয়ে স্বামীর সংসার থেকে বিতাড়িত হয়ে আবার ফিরে আসছে পিতার ঘরে। এতে করে সংকট আরো বাড়ছে। তিনি বলেন এ সংকট মোকাবিলায় কিছুটা হলেও আশার আলো দেখাচ্ছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিচালিত কিশোর-কিশোরী ক্লাব সমূহ। ক্লাব প্রশিক্ষকবৃন্দ ও জেন্ডার প্রমোটারগণ তাদেরকে এ সব সংকট উত্তরণে পথ দেখাচ্ছেন। ঝিনাইদহের সিনিয়র সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী অধ্যক্ষ আমিনুর রহমান টুকু জানান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার কারণে মুলত এই সমস্যাটি সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

এ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টিকা দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া। তিনি বলেন মোবাইল ও ইন্টারনেট এক্সেসের কারণে অল্প বয়সি ছেলে মেয়েরা প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে। অনেকে ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তিনি বলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার কারণে ছেলে মেয়েরা পড়ালেখা ছেড়ে মোবাইলে আসক্তি হচ্ছে। এ নিয়ে পিতা মাতার সঙ্গে ঝগড়া বা বাগবিতন্ডায় লিপ্ত হচ্ছে। মেয়েকে সংসারের বোঝা মনে করে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন। মানবাধিকার কর্মী টুকু জানান, তার নিজ গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়ের এমন ১০ স্কুল ছাত্রীর মেয়ের বিয়ের খবর তিনি পেয়েছেন। এছাড়া প্রায় তিনি বাল্য বিয়ের খবর শুনে ছুটে যাচ্ছেন বিভিন্ন এলাকায়। তথ্য নিয়ে জানা গেছে, করোনা মহামারিতে বেড়েছে পর্নোগ্রাফি দেখার হার। বেড়েছে আসক্তি।

গত বছর থেকে তেমনই বলছে নানা পরিসংখ্যান। অতিমারির কারণে ঘরবন্দি থাকার ফলে বেড়েছে নেটমাধ্যম বা অনলাইনে সময় কাটানোর প্রবণতা। তারই হাত ধরে উঠে এসেছে পর্নোগ্রাফির প্রতি আসক্তিও। মনোরোগ চিকিৎসক সঞ্জয় গর্গের মতে, গত এক বছরে অনলাইনে তিন ধরনের কাজের মাত্রা বিপুল ভাবে বেড়েছে। সেটা হচ্ছে জুয়া খেলা, অনলাইনে কেনাকাটা এবং পর্নোগ্রাফি দেখা। পর্নোগ্রাফি অতিরিক্ত দেখার ফলে ‘‘বয়ঃসন্ধির অনেকেরই পড়াশোনা নষ্ট হচ্ছে। ব্র্যাকের গবেষা সূত্র মতে, করোনা মহামারীর মধ্যে দেশে ১৩ শতাংশ বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে যা বিগত ২৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি।

ব্র্যাকের গবেষণায় স্পষ্ট হয়েছে, করোনাকালে অভিভাবকের কাজকর্ম না থাকায় ভবিষ্যৎ দুশ্চিন্তার কারনে ৮৫ শতাংশ, সন্তানের স্কুল খোলার অনিশ্চয়তায় ৭১ শতাংশ এবং করোনা মহামারী দীর্ঘ স্থায়ী হওয়ার আশঙ্কায় অনিরাপত্তা বোধ এবং বিদেশ থেকে আসা ছেলে হাতের কাছে পাওয়ায় ৬২ শতাংশ বেড়েছে বাল্যবিবাহ। বিভিন্ন গবেষণায় বলা

হয়েছে, লকডাউনে ঘরের মধ্যে পরিচিত মানুষের মাধ্যমে শিশুরা যৌন হয়রানির শিকার হওয়াও বাল্যবিবাহের কারন।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপ-পরিচালক ডাঃ জাহিদ আহমেদ জানান, বাল্য বিয়ে প্রতিরোধে মাঠকর্মীদের কঠোর নির্দেশনা দেওয়া আছে। তারা করোনা সচেতনতার পাশাপাশি বাল্য বিয়ের ব্যাপারে জনমত গড়ে তুলছে। তিনি বলেন আমরা খবর পাওয়া মাত্রই বাল্য বিয়ে প্রতিরোধ করছি। এরপরও যদি গোপনে গোপনে কোন অভিভাবক বাল্য বিয়ে দেয় সেটা আমাদের অজান্তেই ঘটছে।

শৈলকুপায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ও মানহীন উপাদান দিয়ে তৈরী হচ্ছে রুচি আইসক্রীম

ঝিনাইদহের শৈলকুপার ভাটই বাজারে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও মানহীন উপাদান দিয়ে তৈরী হচ্ছে রুচি আইসক্রীম। প্রায় এক যুগের মত সময় ধরে চলে আসছে বিএসটিআই অনুমোদনবিহীন এই আইসক্রীম ফ্যাক্টরী,নেই কোন সাইনবোর্ড। দেখার কেউ নেই,প্রশাসনের চোখের সামনে দিনের পর দিন এভাবে ব্যবসা করে যাচ্ছে। সরেজমিনে দেখা যায়, শৈলকুপার ভাটই বাজারের হাইস্কুল রোডে এক টিনের ছাপড়া ঘরের মধ্যে এই আইসক্রীম ফ্যাক্টরী। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও মানহীন কাঁচামাল দিয়ে তৈরী হচ্ছে আইসক্রীম। আইসক্রীম তৈরীতে ব্যবহ্নত কাঠিতে ছত্রাক বাসা বেঁধেছে সেইসাথে লেবেলবিহীন মানহীন পাইডার ব্যবহার করা হচ্ছে। মশা মাছি ভনভন করছে। সারি সারি ডিপ ফ্রিজে রাখা হয়েছে উৎপাদিত কারখানার আইসক্রীম। আবার বিভিন্ন জায়গা থেকে ফেরৎ আসা আইসক্রীম ফ্রীজজাত করে রেখেছে, সময়মত নতুন আইসক্রীমের সাথে এগুলো বাজারজাত করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ইচ্ছামত লেবেল ব্যবহার করে নিজেরাই তাতে বসিয়ে দিচ্ছে উৎপাদন ও বিপননের তারিখ। নেই কোন অনুমোদন অথচ চোখের সামনে চালিয়ে যাচ্ছে এই রমরমা অবৈধ ব্যবসা। এই ফ্যাক্টরীতে উৎপাদিত রুচি আইসক্রীম বাজারজাত করা হচ্ছে শৈলকুপা উপজেলা ছাড়াও ঝিনাইদহ জেলার বিভিন্ন উপজেলার দোকানীদের

কাছে। বিশেষকরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ও নিম্নমানের উপাদান দিয়ে তৈরী রুচি আইসক্রীম খেয়ে শিশুরা বিভিন্ন রোগে ভুগছে বলেও অভিযোগ আছে। এব্যাপারে আইসক্রীম ফ্যাক্টরির মালিক উপজেলার ফুলহরী গ্রামের মাহবুব বলেন, আমি কোন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দেখছি না। আমি জেনে বুঝেই ব্যবসা করছি। শৈলকুপা স্যানেটারী ইন্সপেক্টর ওয়াহিদুজ্জামান মিয়া বলেন, আমি সবসময় চেষ্টা করেছি এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মান উন্নয়নের, সময় পেলেই তদারকি করে থাকি এর আগেও এই রুচি ফ্যাক্টরীর জরিমানা করা হয়েছিল। এর পরেও কোন অনিয়ম করলে তা মানা যাবে না, অবশ্যই এই ফ্যাক্টরীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে রেড ক্রিসেন্টের পক্ষ থেকে কর্মহীন মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ

করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় বাংলাদেশ রেড ক্রিসেট সোসাইটির পক্ষ থেকে ঝিনাইদহ সদরে ১০০ জন কর্মহীন ও অসহায় মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া এছাড়া ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে রোগীদের মাঝে এবং রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি অফিসের সামনে মোট ৩০০ প্যাকেট খাবার বিতরণ করা হয়

বুধবার দুপুর ১ টার দিকে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেট সোসাইটি ঝিনাইদহ জেলা শাখার উদ্যোগে আরাপপুর বিশ্বাস পাড়ায় এই খাবার বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ পৌর ঔ আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক নজরুল বিশ্বাস, ঝিনাইদহ জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক শফিকুল ইসলাম শিমুল, জেলা রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির নির্বাহী সদস্য। ঝিনাইদহ জেলা যুবলীগের অন্যতম সদস্য আবুল কাশেম, মুক্ত ও রেড ক্রিসেটর সদস্য এছাড়া আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

নজরুল বিশ্বাস আরও বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে ঝিনাইদহ কর্মহীন ও

নিম্ন আয়ের মানুষকে সরকারি সহায়তা ছাড়াও ব্যক্তিগত উদ্যোগে খাদ্য সহায়তা, ঈদের আগে ঈদ উপহার সামগ্রী দেওয়া হয়েছে। আমি সব সময় মানুষের পাশে আছি, আগামীতেও থাকবো।

গাংনীতে লকডাউন বিধি না মানায় জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে করোনাভাইরাসের তৃতীয় দফার লকডাউন এর পঞ্চম দিনে ১২ টি মামলা দিয়ে ১৬ জনের নিকট জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।
আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৬ হাজার ৭’শ টাকা জরিমানা আদায় করে ভ্রাম্যমাণ আদালতের তিনটি টিম।
সরকারি নির্দেশনা অমান্য এবং স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘনের দায়ে এ জরিমানা আদায় করা হয়। ৩টি টিমে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহি অফিসার মৌসুমী খানম, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)ও এক্সিকিউটিভ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল আলম এবং জেলা প্রশাসনের সহকারি কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মিথিলা দাস।
ভ্রাম্যমাণ আদালতের কারি ৩টি টিম গাংনী পৌরসভার,বামন্দী ইউনিয়ান,সাহারবাটি ইউনিয়ান,কাথুলী ইউনিয়ান,রাইপুর ইউনিয়ান,তেঁতুলবাড়ি ইউনিয়ান, এবং ধানখোলা ইউনিয়ানের বিভিন্ন এলাকার কোভিড-১৯ প্রতিরোধকল্পে অভিযান ও ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। এসময় অভিযান ও ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা করেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, বিজিবি এবং আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।